ভেড়ামারায় ভতুর্কিতে কম্বাইন্ড হারভেস্টার বিতরণ

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় কৃষকের মাঝে শতকরা ৫০ ভাগ ভতুর্কিতে ৩০ লাখ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের একটি কম্বাইন্ড হারভেস্টার বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার দুপুরে ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে কৃষকের কাছে এই উন্নত কৃষিযন্ত্র হস্তান্তর করেন ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সোহেল মারুফ।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাইখুল ইসলাম, উপসহকারী কৃষি অফিসার মুন্নাফ আলীসহ কৃষি বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সোহেল মারুফ বলেন, কৃষি খাতের ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি আরও সহজলভ্য করার জন্য কৃষকদের ভতুর্কী মূল্যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দিচ্ছে সরকার।

তিনি বলেন, ‘চলমান করোনা পরিস্থিতিতে শ্রমিক-সংকট মোকাবিলায় বোরো ধান ঘরে তুলতে সারা দেশেই শতকরা ৫০ ভাগ ভর্তুকিতে কৃষকদের কম্বাইন্ড হারভেস্টার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। চলমান করোনা পরিস্থিতিতে বোরো ধান সংগ্রহে শ্রমিক-সংকটের কারণে কৃষকের বাড়তি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানে সরকারের এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাইখুল ইসলাম বলেন, আমার উপজেলায় মোট দুইটি ৫০ ভাগ ভতুর্কিতে কম্বাইন্ড হারভেস্টার বিতরণ করা হয়েছে। এটি দিয়ে একসঙ্গে ধান কাটা, মাড়াই, ঝাড়াই ও বস্তাবন্দি করা যাবে।

এক একর জমির ধান বা গম কাটতে সময় লাগে মাত্র এক ঘণ্টা। প্রতি একরে জ্বালানি খরচ হয় মাত্র সাত থেকে আট লিটার ডিজেল। এতে খরচ বাঁচবে ৬১ ভাগ ও শ্রম বাঁচে ৭০ ভাগ। এই হারভেস্টার দিয়ে দিনে প্রায় ৮ একর জমির ধান কাটা যাবে বলে জানান ওই কৃষি কর্মকর্তা।

কাঙ্গালিনী সুফিয়ার পাশে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ

কুষ্টিয়া শহরের জেলখানা মোড় থেকে ডান দিকে একটি রাস্তা চলে গেছে চৌড়হাস ফুলতলায়। তার আগেই এরশাদনগর নামক বস্তি এলাকা। সেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ প্রকল্পে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ তে একটা ঘর বরাদ্দ পেয়েছিলেন ‘বুড়ি হইলাম তোর কারণে’ গানের গায়িকা কাঙ্গালিনী সুফিয়া।
সেখানেই এক মেয়ে ও নাতনি নিয়ে তার বসবাস। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে। তাছাড়া আগের মতো আর গান গাইতে পারেন না। আর এখন করোনার প্রাদুর্ভাবে সব কিছু বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছেন তিনি।
কাঙ্গালিনী সুফিয়াকে নিয়ে সম্প্রতি কুদ্দুস বয়াতির একটি ভিডিও ভাইরাল হলে বিষয়টি নজরে আনেন কেন্দ্রীয় ছাত্র লীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয়। এরপর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতির সাথে আলাপ করে কাঙ্গালিনী সুফিয়াকে খাদ্য সামগ্রীর পাশাপাশি নগদ অর্থ দিয়ে তার পাশে দাঁড়ায়।
শনিবার (২১ মে) বিকালে জেলা ছাত্র লীগের সভাপতি আতিকুর রহমান অনিক খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন কাঙালিনী সুফিয়ার হাতে।
জেলা ছাত্র লীগের সভাপতি আতিকুর রহমান অনিক জানান, কাঙ্গালিনী সুফিয়ার বর্তমান অবস্থা শোচনীয়। তার ঘরে খাবার নেই, নেই ওষুধ কেনার টাকা। করোনা পরিস্থিতিতে কুষ্টিয়ায় আটকা পড়ে। তার আগে কুদ্দুস বয়াতীর একটি ভিডিওতে সাহায্য চেয়ে বাঁচার আর্তনাদ জানান এ শিল্পী। বিষয় টি নজরে আনেন কেন্দ্রীয় ছাত্র লীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয়। এরপর ছাত্র লীগের সার্বিক সহযোগিতা এবং তত্বাবধানে বাংলাদেশ ছাত্র লীগের পক্ষ থেকে জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঈদ উপহার সামগ্রী ও অর্থ সহায়তা প্রদান করি।
প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতাও কামনা করে কাঙ্গালিনী সুফিয়ার বলেন, গতবছর কুষ্টিয়ার ডিসি অফিস থেকে ১০ কেজি চাল ও এক কেজি আলু পেয়েছিলাম। মাঝে লালন একাডেমি থেকেও কিছু খাদ্য সামগ্রী পেয়েছিলাম সেগুলোও নেই। আমার বয়স হয়েছে। অসুখ বিসুখ লেগেই আছে। ওষুধ কেনার টাকাও নেই। তেমন কেউ খোঁজও নেয় না। এখানে আমি যে ঘরে থাকি, একটু বৃষ্টি হলেই পানি পড়ে। থাকার মতো পরিবেশ নেই। প্রতি মাসে অনেক টাকার ওষুধ লাগে।
প্রসঙ্গত, কাঙ্গালিনী সুফিয়া প্রায় ৩০টি জাতীয় ও ১০টি

আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছেন। গান রচনা করেছেন প্রায় ৫০০টি। তার বিখ্যাত গানের মধ্যে রয়েছে কোনবা পথে নিতাইগঞ্জে যাই ও পরাণের বান্ধব রে, বুড়ি হইলাম তোর কারণে।

কুষ্টিয়ায় কৃষকের ধান কেটে দিল তাঁতীলীগ

কঠোর বিধিনিষেধে শ্রমিক ও অর্থ সংকটের কারণে জমির পাকা ধান কাটতে পারছিলেন না কুষ্টিয়ার কয়েকজন কৃষক। ক্ষেতেই ধান নষ্ট হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। খবর পেয়ে কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন ও সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ সেখানে ছুটে যান।

জেলা তাঁতী লীগের ২০ জন নেতাকর্মী নিয়ে শুক্রবার সকালে ক্ষেতের ধান কেটে মাড়াই করে দেওয়া হয়।

হঠাৎ করেই তাঁতী লীগ নেতাকর্মীদের কৃষকের ক্ষেতের ধান কাটতে দেখে প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন সচেতন মহলসহ স্থানীয়রা।

সকালে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মশান গ্রামের কৃষক ফরজ আলীর দেড় বিঘা জমির ধানকাটা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন তাঁরা।

কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে করোনাকালীন সময়ে দলীয় নেতাকর্মীদের কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় তাঁতী লীগ। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কুষ্টিয়া জেলায় দল বেঁধে ধান কেটে কৃষকের ঘরে তুলে দিলাম।

কৃষক ফরজ আলী জানান, নিজের দেড় বিঘা জমিতে শ্রমিক দিয়ে ধান কাটাবো কিন্তু সে অবস্থা আমার ছিলো না। ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি নিয়ে সংসার আমার। কষ্ট করে ধানের আবাদ করেছি। যাতে করে সারা বছর এ ধান থেকে চাল করে ভাত খেতে পারি। কিন্তু করোনাকালীন সময়ে অর্থনৈতিক দৈন্যদশার কারনে ধান কাটতে পারিনি। আজকে তাঁতী লীগের নেতাকর্মীরা আমার জমির ধান কেটে দেওয়ায় আমি ভীষণ খুশী।

এসময় জেলা তাঁতী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিপুল হোসেন,

সাংগঠনিক সম্পাদক মমিনুল ইসলাম বকুল, উপ-দপ্তর সম্পাদক হাশেম আলী খান, সদস্য হেলাল উদ্দিন, মিরপুর উপজেলা তাঁতী লীগের সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক জুয়েল আলীসহ বিভিন্ন পযার্য়ের নেতাকর্মীরা এ ধানকাটা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

কুষ্টিয়ায় আ.লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধসহ আহত ৩

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে স্থানীয় আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের নেতা- কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে পুলিশের এএসআইসহ তিনজন আহত হয়েছেন।

এর মধ্যে রাশেদুল হক (৩৫) নামে এক ব্যক্তি হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

বুধবার সকালের দিকে উপজেলার বাগুলাট ইউনিয়নের শালঘরমধুয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার পর উভয় পক্ষের অর্ধশতাধিক বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শটগানের ১৫টি ফাঁকা গুলি করে। এ সময় অন্তত ১০ জনকে আটক করা হয়। বর্তমানে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন বাঁশগ্রাম পুলিশ ক্যাম্পের সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) ফরিদ হোসেন, শালঘরমধুয়া গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে ফারুক হোসেন (৩৮) ও আতিয়া শেখের ছেলে রাশেদুল হক (৩৫)। আহত ব্যক্তিরা সবাই কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে শালঘরমধুয়া এলাকায় আওয়ামী লীগ দলীয় আলী হোসেন ও তোফাজ্জেল হোসেন পক্ষের সঙ্গে জাফর ও লিটন পক্ষের বিরোধ চলছে। এলাকায় প্রভাব ও আধিপত্য নিয়ে বিরোধের জেরে ৪ এপ্রিল জাফরের সমর্থক আরিফ হোসেন তোফাজ্জেলের এলাকায় রোগী দেখতে যান। এ সময় চোর গুজব তুলে আরিফকে বেধড়ক

মারধর করে প্রতিপক্ষরা।

এ নিয়ে দুই দিন পর ৬ এপ্রিল উভয় পক্ষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে জাফর পক্ষের মুকুল ও তোফাজ্জেল পক্ষের ওয়াদুদ আহত হন। এ ছাড়া উভয় পক্ষের ১৫ থেকে ২০টি ঘরবাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনায় উভয় পক্ষ থানায় মামলা করে এবং আসামিরা জামিনে ছাড়া পান।

জামিন নিয়ে এসে কয়েক দিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে আবারও উত্তেজনা চলছিল। আজ সকালে তোফাজ্জেল পক্ষের সমর্থকেরা জাফর পক্ষের ফারুক, রাশেদুলসহ অন্যদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর শুরু করেন। এ সময় প্রতিপক্ষের লোকজন বাধা দেন। এ নিয়ে উভয় পক্ষের সমর্থকেরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে অর্ধশতাধিক ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ফাঁকা গুলি ছোড়ে। সংঘর্ষে অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আকুল উদ্দীন বলেন, রাশেদুল হকের বাঁ হাতে গুলি লেগেছে, সেটা বের হয়নি। অস্ত্রোপচার করাতে বলা হয়েছে। তবে তিনি আশঙ্কামুক্ত। কী ধরনের গুলি, এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এই চিকিৎসক আরও বলেন, ‘বুলেট না রাবের বুলেট সেটা বলা যাচ্ছে না। তবে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।’

কুমারখালী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাকিব হাসান বলেন, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুপক্ষের দীর্ঘদিন বিরোধ চলছে। এ নিয়ে থানায় দুটি মামলা রয়েছে। সকালে হঠাৎ দুই পক্ষ ঘরবাড়ি ভাঙচুর শুরু করে এবং সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে।

একপর্যায়ে ফাঁকা গুলি ছোড়া হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়। পুলিশসহ তিনজন আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

একজন গুলিবিদ্ধের বিষয়ে জানতে চাইলে এই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, সংঘর্ষের সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ সদস্যরা দুটি বিলের মধ্যে চলে যান। গুলিবিদ্ধ কীভাবে হলেন জানা নেই।

এক চড়ে পদ হারালেন ইবি’র শিক্ষক

ক্যাম্পাসের গাছ থেকে আম পাড়ায় এক শিক্ষার্থীকে থাপ্পড় দেয়ার অভিযোগে কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সহকারী প্রক্টর আরিফুল ইসলামকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম তাকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন।

রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) আতাউর রহমান বলেন, বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রভাষক আরিফুল ইসলামকে সহকারী প্রক্টর পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন ভিসি স্যার ড. শেখ আবদুস সালাম। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর লিখিত অভিযোগ ও প্রক্টরিয়াল বডির প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার (২৩ এপ্রিল) বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান ও তথ্যপদ্ধতি বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী হাসান আলী তার স্ত্রীকে নিয়ে ক্যাম্পাসে ঘুরতে আসেন।

এসময় গাছ থেকে কয়েকটি আম পাড়ায় সেখানে উপস্থিত সহকারী প্রক্টর আরিফুল ইসলামের সঙ্গে ওই শিক্ষার্থীর কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তিনি ওই শিক্ষার্থীকে চড় মারেন। পরে তাকে ও তার স্ত্রীকে আবাসিক হলে আটকে রেখে এক ঘণ্টা পর তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ওইদিন বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযোগপত্রে সহকারী প্রক্টর আরিফ কর্তৃক শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্ছনার বিষয়টি তুলে ধরে ধরেন। পরে অভিযোগ প্রতিবেদন আকারে উপাচার্যের কাছে প্রেরণ করা হলে উপাচার্য অভিযুক্ত সহকারী প্রক্টরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন।

কুষ্টিয়ায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের, ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ার মিরপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে সিদ্দিক আলী মন্ডল (৪৫) নামের এক সবজি ব্যবসায়ীকে হত্যা করেছে।

কয়েকজন প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে এ হত্যার অভিযোগ ওঠে।

সোমবার সন্ধ্যায় মিরপুর উপজেলার চিথলিয়া ইউনিয়নের পাহাড়পুর-লক্ষিপুর প্রি-ক্যাডেট স্কুলের সন্নিকটে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সিদ্দিক আলী মন্ডল ওই এলাকার মৃত ফেরত আলী মন্ডলের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বিকেলে বাড়ির জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধে বাকবিতণ্ডা হয় প্রতিবেশী পাড়ারপুর লক্ষিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পাড়ার মৃত বিল্লাল হোসেনের ছেলে গফুর, সালাউদ্দিন, জলিল ও খলিলের সাথে। বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে তারা দেশীয় ধারালো অস্ত্র (রামদা) দিয়ে কুপিয়ে জখম করে সিদ্দিক আলী মন্ডলকে।

গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়া হাই স্কুলের প্রধান

শিক্ষক ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

কুষ্টিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির পৃথক দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক। গতকাল সোমবার কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক (দায়িত্বপ্রাপ্ত) তহিদুল ইসলাম মামলা দুটি আমলে নেন।
দুদক কুষ্টিয়া জেলা সমন্বিত কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ জাকারিয়া মামলাটি দায়ের করেন বলে দুদকের আইনজীবী আল-মুজাহিদ মিঠু জানান।
আসামিরা হলেন কুষ্টিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক খলিলুর রহমান
(৫৭) ও তার স্ত্রী বিলকিস রহমান (৪৭)।
মামলার নথি থেকে জানা যায়, ২০০২ সালের ৮ অক্টোবর থেকে ২০২০ সালের ১৮ আগস্ট পর্যন্ত খলিলুর রহমানের স্ত্রী বিলকিস রহমান জ্ঞাত আয় বহির্ভূত ৫৫ লাখ ৩৩ হাজার ৫৬৪ টাকা আহরণ করেছেন।
তার বিরুদ্ধে দুদক আইন ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করা হয়।
খলিলুর রহমানের বিরুদ্ধে করা মামলায় অভিযোগ করা হয়, ২০১৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২০ সালের ১৮ আগস্ট সময়ের মধ্যে ৫২ লাখ ৫৫ হাজার ১৬৯ টাকা আয়ের বৈধ কোনো উৎস দেখাতে পারেননি।
তার বিরুদ্ধেও একই ধারায় মামলা হয়েছে।
এদিকে দুদকের এই মামলা দায়েরের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে শহরে লোকজন স্বস্তি প্রকাশ করেন।
স্থানীয় বাসিন্দা ও কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক এসএম কাদেরী শাকিল বলেন, “অনেক দেরিতে হলেও দুদকের এই পদক্ষেপে আমি খুশি। তবে দুদক কোটি টাকার সম্পত্তির যে হিসাব দিচ্ছে সেই পরিমাণটা আমার মনে হয় আরও অধিক হওয়ার কথা। যাই হোক, ঠিক তদন্ত ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারসহ বিদ্যালয়টিকে রক্ষার দাবি করছি।”

কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি চিকিৎসক নেতা আমিনুল হক রতন বলেন, “এতদিন আমাদের চোখের সামনে তিল তিল করে বিদ্যালয়টির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। আমরা অনেকেই দেখেছি; কিন্তু কেউ মুখ খুলে কিছু বলতে পারিনি।”
এই প্রতিষ্ঠানটি কিছু স্বার্থন্বেষী প্রভাবশালী মহলের অর্থ আয়ের

ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে অভিযোগ করে তিনি বলেন, “দুদক এতোদিন পর মামলাটি করলেও আমি বলতে চাই, এই প্রতিষ্ঠানটিকে লুটপাট করে এর অস্তিত্বকে যারা বিপন্নের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তাদের সকলের মুখোশ উন্মোচিত হওয়া দরকার। প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠানটির কী পরিমাণ সম্পদ লুটপাট হয়েছে তার ঠিক পরিসংখ্যান আমরা জানতে চাই।” দুদকের মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চেয়ে কুষ্টিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক খলিলুর রহমানের মোবাইলে ফোন দিলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।
বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক এ কে এম মুনির বলেন, “দুদকের মামলার বিষয়ে আমি শুনেছি। এটা প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিগত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। স্কুলের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তাছাড়া দুদক যে মামলা করেছে তার মেরিট দুর্বল। এ মামলায় শেষ পর্যন্ত কিছু হবে না।”

প্রতিদিন একটি করে ভালো কাজ করতে হবে — ইমদাদুল হক মিলন

বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক, ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের পরিচালক ও দৈনিক কালের কন্ঠের সম্পাদক ইমদাদুল হক মিলন বলেছেন, প্রতিদিন একটি করে ভালো কাজ করতে হবে। প্রতিদিন বলতে হবে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।
গতকাল শনিবার সকালে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের শিক্ষক মিলনায়তনে কালের কণ্ঠ শুভ সংঘ আয়োজিত “আগামীর বাংলাদেশ ও তরুণদের পদক্ষেপ” শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, যার মধ্যে দেশপ্রেম ও সত্যিকারের ভালোবাসার আছে সে কখনো খারাপ হতে পারে না। তাই আসুন আমরা প্রতিদিন একটি করে অন্তত ভালো কাজ করতে শিখি। আর এভাবেই এই ভালোবাসার মধ্য দিয়ে দেশকে ভালোবাসা যায়, সমাজকে ভালোবাসা যায়, পরিবারকে তথা সকলকেই ভালোবাসা যায়।
তরুণদের এগিয়ে যেতে হবে উল্লেখ করে এই কথা সাহিত্যিক বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে তরুণদের একটু বেশিই পছন্দ করি। তবে বৃদ্ধদের একটু

কম পছন্দ করলেও তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আমার অনেক বেশি। কারণ, বৃদ্ধারা তাদের যা দেওয়ার এ সমাজকে দিয়েই দিয়েছে। তবুও তাদের জ্ঞান আহরণ করে আমাদের এই তরুণদের কাজে লাগাতে হবে। কারণ, তরুণরাই আগামীর ভবিষ্যৎ। তারাই আগামীতে নেতৃত্ব দেবে। তরুণদের আলোয় আলোকিত হতে হবে।
নারীরা যদি না জাগে তাহলে এ পৃথিবী জাগবে না। নারী না থাকলে পুরুষ তার অস্তিত্ব খুঁজে পেত না। নারী জন্ম দিতে পারে তারা আমার মায়ের জাতি। তাই প্রতিটি মানুষকে নারীকে সম্মান করতে হবে। কেননা, এই নারী কখনো মা, কখনো বোন আবার এই নারীরাই প্রিয়জন। নারীদের সম্মান না করলে সে সমাজ কখনো উন্নতি করতে পারে না। তাই তিনি নারীদের জাগ্রত হওয়ার আহ্বান জানান।
আলো দিয়ে ঘর ভরতে চাই উল্লেখ করে কালের কন্ঠের সম্পাদক ইমদাদুল হক মিলন বলেন, শুভ কাজে সবার পাশে এই প্রতিপাদ্যকে নিয়ে কালের কণ্ঠ শুভসংঘ আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আমরা শুভসংঘের মধ্য দিয়ে আলো দিয়ে জয় করবো, বুদ্ধি দিয়ে জয় করবো, আর তাই শুভসংঘের পাশে সবাইকে হাতে হাত রেখে একত্র হয়ে সকল ভালো কাজের সাথে সারথি হওয়ার আহ্বান জানান।
সাহসী পপির সাহসের গল্প তুলে ধরে এই কথা সাহিত্যিক বলেন,. এখানে বসে আছে যে পপি তাকে দেখে অনেকটাই নিরীহ মনে হচ্ছে। তবে তার মনের মধ্যে আগুন জ্বলে। আর তাই আগুন জ্বলে বলেই তো সে সাহসী হয়ে ওঠে। ইভটিজারকে দৌঁড়ে জাপটে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারে। আর তার এমন সাহসিকতা আমাদের কালের কন্ঠ পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল। এই সাহসী পপিকে দেখে আরও অনেক পরি সাহসী হবে উজ্জীবিত হবে। আমরা এই সাহসী পপির পড়ালেখার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি। সে যতদূর পর্যন্ত পড়ালেখা করবে এই কালের কণ্ঠ, এই বসুন্ধরা গ্রুপ এবং এই শুভসংঘ তার পাশে থাকবে। যদি সে পিএইচডি ডিগ্রিও করতে চাই আমেরিকায় গিয়ে তাও আমরা তার সাথে সারথি হিসেবে থাকতে চাই।
কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মনজুর কাদিরের সভাপতিত্বে ও কালের কণ্ঠ শুভসংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ও কালের কণ্ঠের কুষ্টিয়ার নিজস্ব প্রতিবেদক তারিকুল হক তারিকের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন, কালের কণ্ঠ শুভসংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাদেকুল ইসলাম, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের উপাধ্যাক্ষ প্রফেসর আনছার হোসেন, আইসিটি বিভাগের প্রধান লাল মোহাম্মদ প্রমুখ।
কালের কণ্ঠ শুভসংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শামীম আল মামুন, কালের কণ্ঠ শুভসংঘ কুষ্টিয়ার সভাপতি নীলিমা বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক শম্পা আফরীন, প্রচার সম্পাদক এস এম জামাল,

সাংস্কৃতিক সম্পাদক যুথিকা রানী বিশ্বাস, নির্বাহী সদস্য গোলাম মোস্তফা অন্তুসহ কালের কণ্ঠ শুভ সংঘ কুষ্টিয়ার সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে কলেজ আঙ্গিনায় একটি বকুল ফুলের চারা রোপণ করেন কথা সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন।

বাল্যবিবাহ রোধ ও নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে কুমারখালীতে বাইসাইকেল বিতরণ

কুষ্টিয়ার স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃনাল কান্তি দে বলেছেন, নারী শিক্ষার প্রসারে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে এই বাইসাইকেল বিতরণ করা হচ্ছে।
গতকাল বুধবার (৩ মার্চ) দুপুরে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে বাল্যবিবাহ রোধ ও নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন স্কুলের অস¦চ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, ‘সরকার শিক্ষার উন্নয়নে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে বছরের প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই বিতরণ, উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়াও, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিতে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় উদ্যোগে নারী শিক্ষার প্রসারে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে এই বাইসাইকেল বিতরণ করা হচ্ছে যেন দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে সমাজের অগ্রগতিকে তরান্বিত করতে পারে।’
বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের এলজিএসপি-৩ প্রকল্পের আওতায় শিলাইদহ ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলের অস¦চ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ৪২টি বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বাইসাইকেল বিতরণের পাশাপাশি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিকে চিকিৎসা সামগ্রী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া সংগঠন এবং খেলোয়াদের মাঝে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

শিলাইদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সালাহ্উদ্দীন খান তারেক’র সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কুমারখালী উপজেলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজীবুল ইসলাম খান।
এ সময় ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় ভূমি কর্মকর্তা ও শিক্ষক দম্পতির বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

কুষ্টিয়ায় শিক্ষক দম্পতিসহ ভূমি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে জেলা দুর্নীতি দমন কমিশন।
গত রবি ও সোমবার জ্ঞাত আয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পত্তি অর্জন ও দখলে রাখার অভিযোগে কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ বিশেষ আদালতে পৃথক ঘটনায় ৩টি মামলা হয়েছে।
মামলা সূত্রে জানা যায়, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জগতির বাড়াদি গ্রামের মৃত বাবর আলী মালিথার ছেলে নজরুল ইসলাম দৌলতপুর উপজেলার পিয়ারপুর ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
তার বিরুদ্ধে ৫৭ লাখ ৫৪ হাজার ১শত ৮৪ টাকার জ্ঞাত আয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জন ও দখলে রাখার অভিযোগে মামলা হয়েছে। মামলা নং ৪ তারিখ ২৮/০২/২০১২। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারা অনুযায়ী শাস্তি যোগ্য অপরাধ।
অপরদিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার চুয়াডাঙ্গা ফাজিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক ওয়াহিদ মো: রাশেদ আমীন ও তার স্ত্রী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মোছা: রিনা খাতুনের নামে ৭০ লাখ ৮ হাজার ৫শত ৬১ টাকার আয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পত্তি অর্জন ও দখলে রাখার অভিযোগে ১মার্চ কুষ্টিয়ায় পৃথক দুটি মামলা হয়েছে। কুষ্টিয়ার দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক নাছরুল্লাহ হোসাইন বাদী হয়ে মামলাগুলো করেছেন। মামলা ৩টি একই ধারায় শাস্তি যোগ্য অপরাধ বলে জানা গেছে।